চারুচিত্র
নিবেদিত

# ছেলে কার?

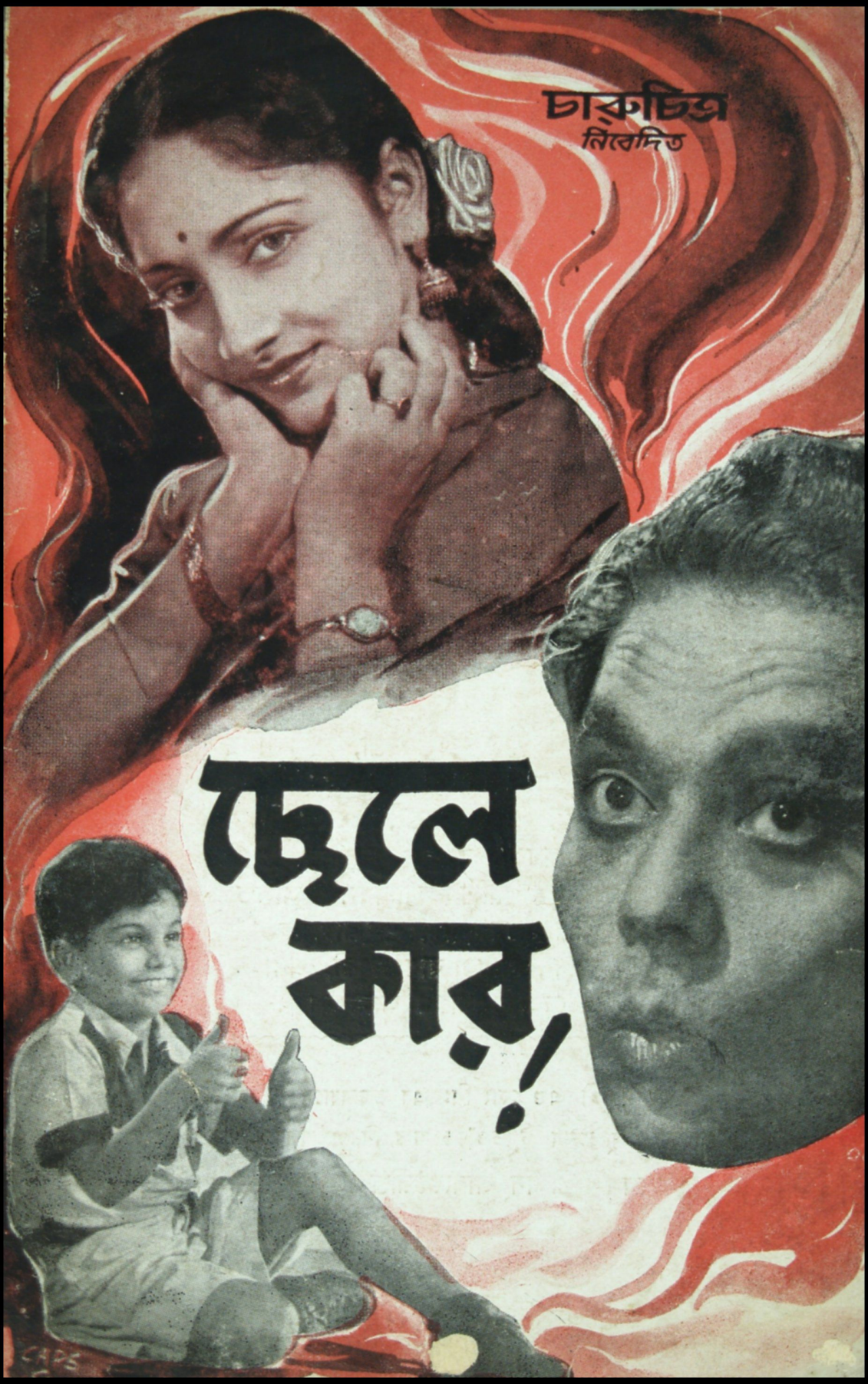
চারুচিত্র
নিবেদিত
ছেলে কার?

চারুচিত্র

চারুচিত্র নিবেদিত

# ছেলে কার !

কাহিনী ও চিত্রনাট্য—জ্যোতির্ময় রায়
পরিচালনা—চিত্ত বসু
সঙ্গীত পরিচালনা—কালীপদ সেন

রূপায়ণে

## বাবুয়া

বিকাশ রায়, অরুন্ধতী মুখার্জী, ছবি বিশ্বাস, সুপ্রভা মুখার্জী, অমর মল্লিক, ভানু ব্যানার্জী, জীবেন বসু, মায়া মুখার্জী, শুভেন মুখার্জী, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, প্রীতি মজুমদার, শান্তি ভট্টাচার্য্য, অজিত চ্যাটার্জী, জহর রায়, ভানু রায়, কৃষ্ণা নেমো, সাধনা রায়চৌধুরী, আশা দেবী ও আরও অনেকে।

বসু মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত "কালক্যাটা মুভিটোন স্টুডিও"তে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং "বেঙ্গল ফিল্মস্ লাবরেটরীজ লিঃএ পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক ঃ ছায়াবাণী লিমিটেড

# ছেলে কার!

## দু'টি কথা

ছেলে কার! আপনি জানেন না নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি খবর কম রাখেন এমন তো নয়। সকালে উঠে গরম চায়ের সঙ্গে দৈনিক কাগজের পাত বিছিয়ে গোটা দুনিয়ার গরম খবরগুলো সাগ্রহে উদরস্থ করেছেন সন্দেহ নেই—কিন্তু আপনার পাশের বাড়ীর খবর? আপনাকে প্রশ্ন করে কি হবে, আমরাই কি ছাই সে খোঁজ রাখি! কিন্তু যোগেনের বড় বালাই, সে খবরের কাগজ পড়ে না জ্ঞানও তার কম। কিন্তু

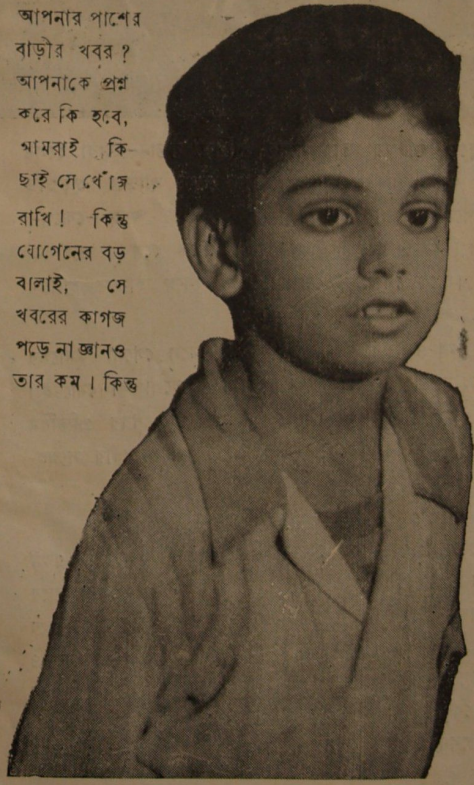

তার ঘরের পাশের খবরটুকু সে রাখে, তাই আমাদের চেয়ে দায়িত্ব তার বেশী—তাইতো ছেলেটার পরিচয় আর কেউ না জানুক, জানে ওই যোগেন। জানার বিপদও তারই ঘাড়ে নিয়ে ফিরতে হচ্ছে তাকে। কিন্তু ঘাড়ের হাড়গুলো পচা মাচার মতো মড়মড় করে উঠলে, দরদী মাচার ভার নিয়ে ভাবনা একটু হয় বৈকি—এ্যাদ্দিন যাকে ধরে রেখেছে তাকে এখন নাবায় কোথায়, যোগেন বুঝেছে চরম ডাক তার এসেছে। মনে মনে হাসে সে। সত্যি গভীর পরিহাস বোঝার সূক্ষ্ম বোধটুকু আছে তার। মানুষের হাতে-গড়া ভাগ্যচক্রের যে কুটিল পরিহাসের চাপে চেপ্টে যাচ্ছে অসংখ্য জীবন, তাকে চিনতে পেরে হেসে ওঠা কম কথা নয়।

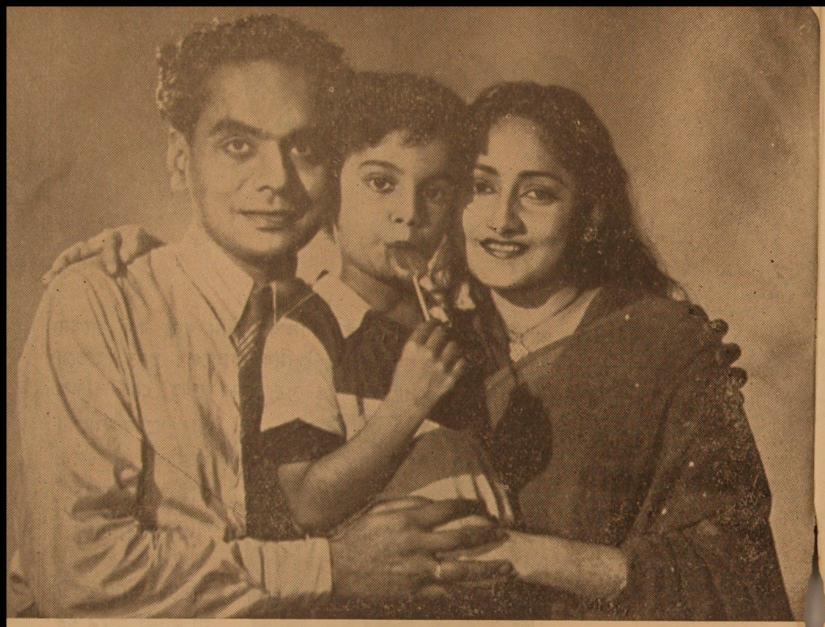

ভাগ্যদেবীর কোল জুড়ে গুটিকয় তার সস্নেহ লালিত সন্তান—যারা হলেন বিত্তবান, তার বাইরে আর সবাইকে পাদপীঠ করে দু'পা বাড়িয়ে সুড়সুড়ি কাটছেন তিনি সবার পিঠে। দেবীর সুড়সুড়ি মানবের পিঠে অসহ্য—যোগেন ভাবে যাবার আগে এ-পরিহাসের জবাব একটা দিয়ে যেতে হবে। তাই না চার-পাঁচ বছর প্রাণ দিয়ে যাকে পেলেছে, চোখের জলের সঙ্গে হাসতে হাসতে সেই টোম্যাটোকে সে ছেড়ে দিলো হাসির হর্‌রায়।

যোগেনের হিসেব না-ও মিলতে পারতো, কিন্তু মিলে গেলো কুনালের কল্যাণে যদিও তখনকার মতো কুনালের পক্ষে কল্যাণকর হলো না মোটেই। এখনই তো আপনারা প্রশ্ন করবেন, কুনাল কে? কুনালের খবর প্রতিদিন কাগজে না ছাপলেও তাকে আপনারা চেনেন—কারণ সে ভাগ্যদেবীর সস্নেহ-লালিতেরই একজন।

সে কি করে এসে জড়ালে যোগেনের পরিহাসে?

এখানে এসে দ্রুতি চালে এই ক্ষুদে কেতাবটিতে মোটামুটি গল্পটার একটু আভাষ দেওয়াই রীতি। আমরা কিন্তু তা দেবো না। একটু পরেই সবিস্তারে পুরো গল্পটিই আপনি যখন পাচ্ছেন, তখন আর ছেঁড়া-খোড়া টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে লাভ কি। আমাদের শুভাকাঙ্খী হিসেবেই হয়তো বলবেন, বই পড়েও তো অন্যদের আগ্রহ জাগতে পারে! আমরা বলবো, দেখে আপনি যদি আনন্দ পান তো তার চেয়েও বেশী তাঁরা আপনার কাছে থেকেই জানতে পারবেন। আপনি গানও ভালবাসেন নিশ্চয়ই—আসুন, গল্পের কথা রেখে এখন গান ক'খানা আপনার কাছে ধরে দিই—

# গান

( ১ )

মেঘলা আকাশ ফর্সা হোল
বিপদ গেছে কেটে
তাই আনন্দে গান গাই
ও কলেতে আর কখনো পা দেবোনা ভাই
লা—লা—লা।

—রচনা, শিশির সেন।

( ২ )

এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে রাতে ঘুমায় না
রাত হলেও দুষ্টু ছেলে যারা ঘুমায় না
অঘুম বুড়ী আয়গো তাদের ঝোলায় নিয়ে যা।
ঝোলায় আছে বাঘ, জেগে থাকবি থাক
তার পরেতে আমায় কিন্তু ডাকতে পাবি না।
গানের তালে চুপটি করে ঘুমিয়ে যারা পড়ে
রসগোল্লা আর সন্দেশ পাবে একটি করে
না ঘুমলে আসবো দিয়ে অঘুম বুড়ীর দোরে
তখন কিন্তু খোকা আমায় ডাকতে পাবি না।
রাত হোল নিঝুম আয় ঘুম আয় ঘুম আয়রে
ঘুমের পরী পাল তুলে ঐ যায় রে
আয় ঘুম আয়রে।

—রচনা, শিশির সেন।

( ৩ )

হালকা হাওয়ায় যাব উড়ে উড়ে
উতল পবন তুমি রহ দূরে
রজনীগন্ধা হায় কেন দোলে
তার আঘাতে আমি যে পড়ি ঢলে।
দুলনা দুলনা এমন করে
হালকা হাওয়ায় যাব উড়ে উড়ে।
আজ আমার এই অঙ্গখানি
তুমি তুলে লবে জানি জানি
লবে সে লবে আপন করে
রজনীগন্ধা হায় কেন দোলে।
আমি রব তার হৃদয় জুড়ে
সে রবে মোর প্রাণের সুরে হৃদয় জুড়ে।
নয়ন পরে তারে আঁকি
রাখি আঁখির পল্লবে ঢাকি
যেতে দেব না নয়ন ছেড়ে
হালকা হাওয়ায় যাব উড়ে উড়ে।

—রচনা, জ্যোতির্ময় রায়।

( ৪ )

ওরে···ও·····

বন্ধুর কথা বক্ষে লইয়া আসিও ফিরে
তিতাস নদীরে—
তোমার তীরে কত রাধার অভিমানের ছল
তোমায় স্মরি কত কৃষ্ণ হইয়াছে চঞ্চল
ও হইয়াছে চঞ্চল—
সেই দুঃখ সুখের কথা বন্ধু
বন্ধু জান তা যদিরে
তিতাস নদীরে—
আমার প্রাণের কথা তুমি ছন্দে সুরে গানে
বন্ধুর দেশে গিয়া নদী কইও তাহার কানে
বন্ধুর দেশে গিয়া নদী তাহার কানে কানে নদী
নদী কইও ধীরে ধীরে
তিতাস নদীরে—।

—রচনা, শিশির সেন।

চিত্রশিল্পী
ধীরেন দে

প্রধান শব্দযন্ত্রী
লোকেন বসু

শব্দযন্ত্রী
তপন ঘোষ

সম্পাদনা
কমল গাঙ্গুলী

যন্ত্র-সঙ্গীত
ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

স্থির-চিত্র
'সাঙরিলা'—এডনা লোরেঞ্জ

সর্ব্বাধ্যক্ষ
গীরেন শীল

প্রধান কর্ম্ম-সচীব
সুখেন চক্রবর্ত্তী

শিল্প-নির্দ্দেশনা
কার্তিক বসু

রূপ-সজ্জা
মদন পাঠক

ব্যবস্থাপনা
সত্য বসু

প্রচার পরিচালনা
ক্যাপস্ (C. A. P. S.)

পট-শিল্পে
কবি দাসগুপ্ত

## সহকারীগণ

পরিচালনায়
গুরুদাস বাগচী
অসীম রায়চৌধুরী
প্রদীপ দাসগুপ্ত
সুধাংশু রায়

চিত্রশিল্পে
কৃষ্ণ ধর
গোরা মল্লিক
নির্ম্মল মল্লিক
নন্দ ভট্টাচার্য্য

শব্দযন্ত্রে
ধীরেন দে

সম্পাদনায়
প্রতুল রায়চৌধুরী

শিল্পনির্দেশনে
সোমনাথ চক্রবর্ত্তী
বেনারসী শর্ম্মা

রূপসজ্জা
নুরু সরকার
ধীরেন ব্যানার্জ্জী

সঙ্গীত পরিচালনায়
বিভূতি ভূষণ হোড়

আলোক সম্পাতে
সুধীর, অভিমন্যু,
কালো, অবনী,
মান্তু, অন্নদা

বিকাশ রায় প্রোডাক্‌সন্সের
প্রথম চিত্র নিবেদন

# সাজঘর

কাহিনী ও চিত্রনাট্য—সলীল সেনগুপ্ত
পরিচালনা—অজয় কর

■ ■ ■ ■


কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের
আসিতেছে
পরেশ



ক্যাপস, ৬নং ম্যাডান ষ্ট্রীট, দ্বারা সম্পাদিত ও ছায়াবাণী লিমিটেড, ৭৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত.
এবং নিউ হাফটোন লিমিটেড, ১নং ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।